69789 - কাফেরদের কোন পোশাকগুলো আমাদেরকে পরতে নিষেধ করা হয়েছে?

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় মুসলিমরা পোশাকের ক্ষেত্রে কীভাবে কাফেরদের থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখত? মক্কার কাফেরেরাও কি লম্বা জামা (যেটা আজ আমরা জাল্লাবিয়্যা বলে চিনি) পরত? সুতরাং প্রশস্ত জামা কি ইসলামসম্মত পোশাক বলে বিবেচিত হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

পোশাক বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ নিয়ামত। এটি লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে এবং গরম ও ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়ে বান্দাদের উপর তাঁর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেছেন:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“হে আদম সন্তানেরা! আমি তোমাদের লজ্জা নিবারণ ও সাজসজ্জার জন্য পোশাক দিয়েছি। আর তাকওয়ার পোশাক, এটিই সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের একটি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।”[সূরা আল-আ’রাফ: ২৬]

তিনি আরও বলেছেন:

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

“তিনি তোমাদের জন্য এমন পোশাক দিয়েছেন যা তোমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে এবং এমন পোশাকও (বর্ম) দিয়েছেন যা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। এভাবেই তিনি তোমাদের উপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা (তাঁর কাছে) আত্মসমর্পণ করো।”[সূরা আন-নাহল: ৮১]

পোশাকের ক্ষেত্রে মূল অবস্থা হলো বৈধতা। একজন মুসলিম যা ইচ্ছা পরিধান করতে পারেন, তা সে নিজে তৈরি করুক বা মুসলিম কিংবা অমুসলিম কারো দ্বারা তৈরি করানো হোক। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম মক্কায় এবং অন্যান্য স্থানে এই নীতিতেই ছিলেন। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতেন, তিনি বিশেষ কোনো পোশাক পরিধান করতেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শামী জুব্বা ও ইয়েমেনী চাদর পরিধান করতেন, যেগুলোর প্রস্তুতকারীরা মুসলিম ছিলেন না।

সুতরাং ববিচেয্ বষিয্ হলো পোশাক শরীয়তরে শর্তাবলী পূরণ করছে কনিা। পুরুষদরে পোশাকরে বধিানরে সারসংক্ষপে (36891) নম্বর প্রশ্নরে উত্তরে পাওয়া যাবে, সটেি দখো যতেে পারে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরেকে সাধারণভাবে পোশাক ও অন্যান্য বষিয়ে কাফরিদরে সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নষিধে করছেনে। তনিি বলছেনে: "যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়রে সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদরেই একজন।"[এটি আবু দাউদ (৪০৩১) বর্ণনা করছেনে এবং ইরাকী 'তাখরজি ইহইয়া উলুমুদ্দনি' (১/৩৪২)-এ ও আলবানী 'ইরওয়াউল গালীল' (৫/১০৯)-এ সহীহ বলছেনে]

তনিি বশিষেভাবে পোশাকে কাফরিদরে সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নষিধে করছেনে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদযিাল্লাহু আনহুমা থকেে বর্ণতি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরনে জাফরান রঞ্জতি দুটি কাপড় দখেে বললনে: "এগুলো কাফরিদরে পোশাক। সুতরাং এগুলো পরবে না।"[হাদীসটি মুসলমি (২০৭৭) বর্ণনা করনে]

মুসলমি (২০৬৯) উমর রাদযিাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণনা করছেনে, তনিি আজারবাইজানরে মুসলমিদরে উদ্দশ্যে লখিছেলিনে: "তোমেরা বলিাসতিা ও মুশরকিদরে বশেভূষা থকেে সাবধান থাকো।"

কাফরিদরে যে পোশাক মুসলমিদরে জন্য পরা হারাম, তা হলো এমন পোশাক যা কাফরিদরে জন্য বশিষেভাবে নর্দিষ্টি; অন্য কউে তা পরে না। কন্তিু যে পোশাক কাফরি ও মুসলমি উভয়ে পরে, তা পরতে কোনো সমস্যা নইে এবং এতে কোনো অপছন্দনীয়তাও নইে। কারণ এটি কাফরিদরে জন্য নর্দিষ্টি নয়।

কাফরিদরে সাথে নষিদ্ধি সাদৃশ্য সম্পর্কে ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি (লাজনা দায়মিা) আলমেদরে জজ্ঞিসে করা হলে তারা উত্তর দযিছেনে: "কাফরিদরে সাথে নষিদ্ধি সাদৃশ্যরে অর্থ হলো: তাদরে বশিষে রীতি-নীততিে তাদরে সাদৃশ্য অবলম্বন করা এবং তারা দ্বীনে যসেব বশি্বাস ও ইবাদতে বদিআত প্রবশে করযিছেে সগেুলোতে তাদরে সাদৃশ্য অবলম্বন করা, যমেন দাড়ি মুণ্ডনে তাদরে সাদৃশ্য অবলম্বন করা...।

তবে প্যান্ট, স্যুট ও এ জাতীয় পোশাক পরার ক্ষত্রেে কথা হলো: নানাবধি পোশাকরে মূল অবস্থা হলো বধৈতা। কারণ এগুলো স্বভাবগত বষিয়রে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলছেনে:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

"বলুন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদরে জন্য যে সাজসজ্জা ও পবত্রি জীবকিা (খাদ্যসামগ্রী) সৃষ্টি করছেনে তা কে হারাম করছে?"

তবে, মূল অবস্থার ব্যতক্রিম হলো ঐ পোশাকগুলো শরীয়তরে দললি যগেুলোর হারাম বা মাকরূহ হওয়া প্রমাণ করে। যমেন: পুরুষদরে জন্য রশেমরে পোশাক, এমন স্বচ্ছ পোশাক যাতে 'সতর' (আবরণীয় স্থান) দখো যায় অথবা এমন আঁটসাঁট পোশাক

যে ‘সতর’ -এর আকার বোঝা যায়। কারণ তখন এটি ‘সতর’ খোলা রাখার মতোই, যা জায়েয নেই। এছাড়া যেসব পোশাকে কাফিরদের বিশেষ চিহ্ন রয়েছে, তা পুরুষ বা নারী কারো জন্যই পরা জায়েয নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। এছাড়া পুরুষের জন্য নারীর পোশাক পরা ও নারীর জন্য পুরুষের পোশাক পরাও নিষিদ্ধ। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষকে নারীর সাদৃশ্য ও নারীকে পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন।

আর ‘প্যান্ট’ নামক পোশাক কাফিরদের জন্য বিশেষ নয়। বরং এটি বহু দেশ ও রাষ্ট্রে মুসলিম ও কাফির উভয়ের মধ্যে সাধারণ পোশাক। কিছু দেশে এ পোশাকের প্রতি মানুষের বিমুখতা রয়েছে অপরিচিতির কারণে এবং সে দেশের অধিবাসীদের পোশাকের রীতির সাথে বিরোধ থাকার কারণে। যদিও এটি অন্য মুসলিম দেশের রীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে যে মুসলিম এমন কোনো দেশে থাকেন যে দেশের মানুষ এই পোশাকে অভ্যস্ত নয়, তার জন্য উত্তম হলো নামায, সাধারণ সমাবেশে ও রাস্তাঘাটে এটি না পরা।”[ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়িমাহ (৩/৩০৭-৩০৯)]

তারা আরও বলেছেন: “মুসলিম পুরুষ ও নারীর উচিত ইসলামী আখলাকের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং আনন্দ-বিষাদ, পোশাক, খাবার, পানীয় ও সকল বিষয়ে ইসলামের পথ অনুসরণ করা।

তাদের জন্য পোশাকে কাফিরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা জায়েয নেই। যেমন: এমন আঁটসাঁট পোশাক পরা যা সতরের আকার প্রকাশ করে অথবা এমন পাতলা স্বচ্ছ পোশাক যা সতর ঢাকে না বরং প্রকাশ করে অথবা এমন ছোট পোশাক যা বুক, বাহু, গর্দান, মাথা বা মুখ ঢাকে না।”[ফাতাওয়া লাজনাহ দায়িমাহ (৩/৩০৬-৩০৭)]

শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আল-উসাইমীন রাহিমাহুল্লাহকে কাফিরদের সাথে সাদৃশ্যের মাপকাঠি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তর দেন:

‘সাদৃশ্যের মাপকাঠি হলো: যে ব্যক্তি সাদৃশ্য অবলম্বন করছে সে সেই কাজ করবে যা যার সাদৃশ্য অবলম্বন করা হচ্ছে তার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। সুতরাং কাফিরদের সাদৃশ্য হলো একজন মুসলিম তাদের বৈশিষ্ট্যগত কোনো কাজ করা।

কিন্তু যা মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং এমন হয়ে গেছে যে, এর দ্বারা কাফিরদেরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না, সেটা আর সাদৃশ্য হিসেবে গণ্য হবে না। ফলে শুধু সাদৃশ্যের কারণে তা হারাম হবে না, যদি হারাম হওয়ার অন্য কারণ না থাকে।

আমরা যা বললাম এটিই এই শব্দের নির্দেশনার দাবি। ফাতহুল বারীর রচয়িতাও (১০/২৭২) এমন কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। তিনি বলেন: ‘কিছু সালাফ ‘বুরনুস’ পরাকে মাকরূহ মনে করতেন। কারণ এটি খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের পোশাক ছিল। ইমাম মালিকিকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন: কোনো সমস্যা নেই। বলা হলো: কিন্তু এটি তো খ্রিষ্টানদের

পোশাক। তনিি বললনে: এটি এখানে পরা হত।' আমি বলব: ইমাম মালকি যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সইে হাদীস দযি়ে দললি দতিনে যে হাদসিে ইহরাম অবস্থায় কী কী পরা যাবে সে সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হলে তনিি বলছেলিনে: 'জামা, পায়জামা, বুরনুস... পরা যাবে না" তাহলে সটেি আরও উপযুক্ত হতো।

ফাতহুল বারীতে আরও (১০/৩০৭) আছ: "আর যদি আমরা বলি যে সগেুলোর (অর্থাৎ বগেুনি রঙরে গদরি) নষিধোজ্ঞা অনারবদরে সাদৃশ্যরে কারণে ছলি, তাহলে তা ছলি একটি দ্বীনী কল্যাণরে জন্য। কারণ সে সময় এটি তাদরে বশিষে চহ্নি ছলি এবং তারা ছলি কাফরি। এরপর যখন এটি আর তাদরে বশিষে চহ্নি হসিবেে রইল না, তখন সইে কারণটওি দূর হয়ে গলে। ফলে মাকরূহ বা অপছন্দনীয় হওয়াও দূর হয়ে গলে। আল্লাহই ভালো জাননে।"[মাজমূউ ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উসাইমীন (১২/২৯০)]

শাইখ সালহে আল-ফাওযান হাফযিাহুল্লাহ বলছেনে: "কাফরিদরে পোশাক মুবাহ (বধৈ) যদি সগেুলোতে নাপাকি আছে মর্মে জানা না যায়। কারণ বস্তুর মূল অবস্থা হলো পবত্রিতা। সন্দহেরে দ্বারা পবত্রি অবস্থা দূর হয়ে যায় না। তারা যা বুনছেে বা রং করছেে তাও মুবাহ। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীরা কাফরিদরে বোনা ও রং করা পোশাক পরতনে।"[সমাপ্ত][আল-মুলাখখাসুল-ফকিহি (১/২০)]

সারকথা:

একজন মুসলমিরে জন্য পোশাক ও অন্যান্য বষিয়ে কাফরিদরে সবশিষে বশৈষ্ট্যি তাদরে সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম। কন্তিু যা কাফরিদরে জন্য বশিষেভাবে নর্দিষ্টি নয়, সক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নইে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।